পাঁচহাজার লোক আহার করল

যোহন ৬: ১-১৫ #118

আমি ফিলিপ। যীশু যেদিন প্রান্তরে বিশাল পিকনিক করে পাঁচহাজার লোককে খাইয়েছিলেন সেদিন আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। খাওয়ানোর আগের মূহুর্ত পর্যন্ত সেখানে একটুকরো খারার পর্যন্ত ছিল না।

যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে তিনি পিতা ঈশ্বরের থেকে এসেছেন। তিনি বহু মানুষকে আরোগ্য করেছিলেনে। যিহুদীরা তাঁকে বিশ্বাস করে নি। তারা মোশিকে মানেন। কিন্তু যীশু তাদেরকে বললেন মোশিও তাদেরকে দোষ দেন। দ্বন্দটা ক্রমশঃ চরমে ওঠে।

তাই যীশু এবং আমরা ১২ শিষ্য ঐ স্হান ত্যাগ করে দূরে গালীল সাগরের তীরবর্তী পরজাতীয়দের অঞ্চলে গেলাম। যীশু আমাদেরকে পাহাড়ে উঠলেন আর সেখানে আমাদেরকে কিছু বিষয়ে শিক্ষা দিলেন - পরে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দেওয়া সেই শিক্ষাগুলো আমাদের স্মরণে এল।

সময়টা ছিল নিস্তারপর্বের সময়। প্রায় ১৫০০ বছর, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিশরদেশে দাস ছিল সেইসময় মোশি নামে একজন মহান নেতা আমাদের মাঝে জন্ম নেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা মোশি আমাদেরকে মিশরদেশের দাসত্ব থেকে বের করে আনেন আর তারপর ৪০ বছর আমরা মরুভূমিতে ছিলাম এবং সেখানে ঈশ্বর আমাদেরকে আহার ও পানীয় যুগিয়েছিলেন যতদিন না আমরা ঈশ্বরের মনোনীত দেশ ইস্রায়েলে প্রবেশ করেছিলাম। প্রত্যেক বছর আমরা এই ঘটনাটিকে স্মরণ করে নিস্তারপর্বের উৎসব পালন করি। আমরা সকলে গল্পটা জানি কিন্তু এখানে ঈশ্বরের স্হানে যীশু কোথা থেকে এলেন। আরও বেশ কিছু ধাঁধার নিরসন হওয়া দরকার।

একটা নির্জন জায়গায় আমরা শিষ্যরা যীশুর চারপাশে বসে আছি। আমরা তাকিয়ে দেখলাম বহুসংখ্যক মানুষ আমাদের দিকে আসছেন। তারা হ্রদের চারপাশ থেকে আসছেন। যীশুর অলৌকিক কাজ তাদের মনে আশা যুগিয়েছে যে ইনিই সেই মশীহ্ যিনি তাদের রাজা হবেন। তারা মোশির বিষয়টা ভুলে গেল। আমরা একটা সুন্দর শিক্ষা পেতে চলেছি।

এত লোক দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হলাম। আমরা এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছি। যীশু তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারা আসতে লাগল। আমরা এই পরিস্হিতিটা এড়িয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু যীশু বুঝলেন এটাই সঠিক সময়। কিন্তু সমস্যা হল যে এই লোকেরা তো ক্ষুধার্ত, এরা ক্লান্ত। এখন আহারের সময়। আমরা এমন জায়গায় আছি যেখানে চারপাশে কিছু নেই। আমরা আমন্ত্রক আর এরা আমন্ত্রিত। যিহুদীরা সাধারনতঃ খুব ভাল অতিথিসেবক হন। আমরা এখন কি করব? যীশু আমাদের সমস্যায় ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, "ফিলিপ, আমরা এই লোকেদের খেতে দেওয়ার জন্য কোথা থেকে খাবার কিনব?" আমার নিজেকে খুব নির্বোধ মনে হল। এখানে ধারেকাছে কোন দোকান নেই। আমি কি ভাবছি এটা তারই পরীক্ষা। "আট মাসের মজুরিও যথেষ্ট নয় এত লোককে খাওয়ানোর জন্য", আমি বললাম। নিজেকে খুব মুঢ় লাগছে।
আমি অঙ্ক কষলাম কিন্তু কোন কাজ হল না
এখানে কোন দোকান নেই অর্থাৎ কেনার ভাবনাও ব্যর্থ
দোকানে এত খাবার মজুতও থাকে না অতএব এই চিন্তা করাও কাজের নয়
এত খাবার বয়ে আনাও সম্ভব নয়
আমরা সকলে হতবাক হয়ে গেলাম। যীশু আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা একে অপরের দিকে দেখলাম। আমরা অতিথিসেবার গেরোয় আটকে গেছি।

আন্দ্রিয় একটা ছোট ছেলেকে খুঁজে পেল, তার হাতে খাবারের একটা প্যাকেট আছে – পাঁচটা রুটি আর দুটো ছোট মাছ। একটা ছোট বাচ্ছার এতটুকু খাবার দিয়ে এত লোককে খাওয়ানোর কথা চিন্তা করাও হাস্যকর। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আন্দ্রিয় বলল, "এখানে একটা

ছেলের কাছে পাঁচটা রুটি আর দুটো ছোটো মাছ আছে"। ছোটো – একটা শব্দমাত্র। নিজেদেরকে আমরা ছোটো ভাবি। কিন্তু যীশু এখনো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন; আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন; তাঁর কাজ শুরু করার তিনি দেখতে চাইছেন যে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ন অনুপযুক্ত বলে মনে করি কিনা।

"ঠিক আছে যীশু, আপনি ঠিকই ভেবেছেন – এটা আমাদেরই কাজ কিন্তু আমরা পারি নি"। যীশু যেমনটা চাইছিলেন ঠিক তেমনই আমরা নিজেদেরকে অনুপযুক্ত বলে মনে করলাম। আমরা সমাধানের আশায় তাঁর স্মরণাপন্ন হলাম। আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে এই শিক্ষাটাই আসল। আমাদের কাজ হল অন্যদের সাহায্য করা কিন্তু আমরা যেন যীশুর দিকে দেখি এবং তাঁকে বিশ্বাস করি কারণ আমাদের নিজেদের সক্ষমতা সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত।

"লোকদেরকে বসিয়ে দাও", যীশু আমাদের বললেন। এখানে প্রচুর ঘাস আছে; পিকনিকের জন্য বেশ ভাল জায়গা। আমরা তাদেরকে ১২ ভাগে বসিয়ে দিলাম – ৫০০০ জন শুধু পুরুষ এছাড়া সঙ্গে নারী ও শিশুরাও ছিল। আমি সেই ছোট ছেলেটা যার কাছে খাবার ছিল তাকে সামনে নিয়ে এলাম আর সে আনন্দের সঙ্গে খাবারগুলো দিয়ে দিল। যীশু সেগুলো নিলেন, চোখ তুলে উপরের দিকে দেখলেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর তিনি খাবারগুলো বিতরণ করতে লাগলেন - ছোট রুটি সঙ্গে একটা ছোট মাছ – ছেলেটার খাবারের প্যাকেটে ঠিক যেমন ছিল।

প্রতিদল থেকে পুরুষেরা এগিয়ে এল। ১০০ টা দল, প্রতি দলে ৫০ জন করে। তারা প্রত্যেকে একেবারে যীশুর কাছে এগিয়ে গেল। তারা প্রত্যেকে যথেষ্ট খাবার পেল। খাবারগুলো নিয়ে তারা পরিবারের কাছে আনন্দের সঙ্গে ফিরে গেল আর তাদের বলতে লাগল "তোমরা বিশ্বাস করবে না – ওখানে প্রচুর খাবার আছে আর সমস্ত খাবার যীশুর হাত থেকে আসছে"।

"যীশু এত খাবার কোথা থেকে পাচ্ছেন?" সকলে জিজ্ঞাসা করল।
"জানি না। নও, ধরো ধরো – একেবারে টাটকা, সুস্বাদু। এখনো অনেক খাবার আছে"।
"আরে, যীশু এত খাবার কোথা থেকে পাচ্ছেন?" অনেকে জিজ্ঞাসা করল।
"আমরা নিস্তারপর্ব পালন করতে যাচ্ছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভুমিতে ছিল আর ঈশ্বর তাদেরকে প্রত্যেকদিন মান্না ও ভারুই পাখি যুগিয়ে দিয়েছিলেন খাওয়ার জন্য। আর আজ আমরা সকলে একটা মানববর্জিত স্থানে আছি এবং যীশু আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। এর মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে?" কেউ কেউ বলল।
"যীশু দাবি করেছেন যে ঈশ্বর তাঁর পিতা। ঈশ্বরই তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মরুভূমিতে খাইয়েছিলেন। তাহলে কি যীশুই আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মরুভূমিতে খাইয়েছিলেন?" প্রত্যেকে এই কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

রাতের খাবারের পর অন্যবিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যীশু কে? আমি জানব কি করে? প্রত্যেকে যথেষ্ট খাওয়ার পর যীশু আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো একজায়গায় করো"। আমরা প্রত্যেকে একটা করে ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলাম, শুনতে পেলাম লোকেরা যীশুর সম্বন্ধে বলাবলি করছে। তাদের কেউ কেউ আজকের ঘটনার সঙ্গে মোশির যোগ খুঁজে পেল। প্রচুর লোক; মরুভুমি; প্রচুর খাবার: অলৌকিক ভাবে এল।
"কোথাও না কোথাও তো থেকে খাবারগুলো এসেছে "। যে পুরুষেরা খাবারগুলো যীশুর হাত থেকে নিয়েছিল তারা অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করল, "এগুলো সরাসরি যীশুর হাত থেকে এসেছে"।
"সত্যি?"
"যে উৎসব আমরা পালন করার জন্য আজ আমরা এখানে এসেছি সেটা যেন আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে আজ আমাদের মাঝে – নিস্তারপর্বের খাবার ঈশ্বরের কাছ থেকে"।
"আশা তুমি এটা বলতে চাইছ না যে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছেন?"
"মোশি যে নেতার কথা বলেছিলেন যীশু কি তিনি?"
মোশি যে কথা লিখে গিয়েছিলেন কেউ কেউ তা বলছিল।

“সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমার মত একজন ভাববাদী উৎপন্ন করবেন। তোমার অবশ্যই তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে”[1]। অন্যেরা একমত হল,
“হ্যাঁ, এই যীশুর কথাই মোশি বলে গেছেন। মরুভূমিতে খাবার – এটাই তো যোগাযোগ!”
তারা অনেকেই মহান ভাববাদীর অপেক্ষায় ছিলেন যিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা দায়ুদের মতন একজন উপযুক্ত নেতা হবেন, যিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন।
মশীহের সম্বন্ধে অন্য লেখাগুলো তারা গণ্য করল না যে সেই মশীহ নিজেকে নত করবেন এবং দুঃখভোগ করবেন।

বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো ঝুড়িতে করে নিয়ে আমরা যীশুর কাছে ফিরে এলাম। আমরা যখন আমাদের ঝুড়িগুলো রাখলাম তখন অবাক হয়ে গেলাম যে আমাদের প্রত্যেকের ঝুড়িতে কত অল্প খাবার পড়ে রয়েছে। আমরা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালাম। যীশু নিজের হাত দ্বারা এই খাবার যুগিয়েছেন, একেবারে ঠিক ৫০০০ জন পুরুষ এবং তাদের পরিবার পেটভরে খেয়েছে। তারপর আমরা শিষ্যরা বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো একজায়গায় করেছি আর সেগুলো একেবারে যতটুকু দরকার ততটুকুই পড়ে আছে। যীশু তিনি নিমন্ত্রণকর্তা আর ওই বিশাল জনতা ছিল তাঁর অতিথি! আমরা শিষ্যেরা তাদের সেবক – তারা খাওয়ার পর যেটুকু পড়ে আছে সেটুকুই আমাদের খাবার। আমরা ভেবেছিলাম যীশু আমাদের নেতা হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কিন্তু আসলে তিনি আমাদেরকে দাস হওয়ার প্রশিক্ষন দিচ্ছিলেন। মানে সাধারণ কর্মচারী!

এই নতুন চিন্তা যখন মনে আসছে, আর আমরা খাবারের গুঁড়োগাঁড়া একজায়গায় করছি সেইসময় মনে হল জনতারা যেন আরো বেশী চীৎকার করছে। তারা নিজেদের মধ্যে যে যার মতামত নিয়ে কথা বলছে। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে খুব শীঘ্রই এরা যীশুকে ইস্রায়েলের রাজা করার জন্য চাপাচাপি করবে – আর কেউ বাধাও দেবে না। যীশু বুঝতে পারলেন এবং দ্রুত সেইস্থান ত্যাগ করলেন। তিনি আর পিছন ফিরে তাকালেন না। তিনি একটি পাহাড়ে উঠে গেলেন। আর আমরা এখন জনতার মুখোমুখি। এরা সকলে উত্তর চায়।
“আমরা উত্তর জানি না”।
“আমরা জানি না উনি কোথা থেকে এত খাবার পেলেন”।
“না না, উনি রাজা হবেন না, অন্ততঃ আজকে তো নয়ই”।
“আমরা জানি না উনি কোথায় গেছেন”।
“আপনাদের মত আমরাও দ্বিধান্বিত”।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে পর জনতার ভিড় হাল্কা হতে লাগল আর আমরা হ্রদের ধারে চলে গেলাম। যীশু সেখানে নেই। আমরা নৌকায় উঠে যাত্রা শুরু করলাম।

[1] Deuteronomy 18:18

পাঁচহাজার লোক আহার করল "বাস্তব প্রশ্নাবলী"

1.

1. জনতাকে খাবার দেওয়ার জন্য যীশু কাকে বলেছিলেন ?
2. কোন পর্ব্বের সময় এই ঘটনাটি ঘটেছিল ?
3. যিহুদী সংস্কৃতিতে অধিক মূল্য কি ছিল ?
4. তাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে কি খেয়েছিল ?
5. কার খাবার যীশু নিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন ?
6. অত মানুষের জন্য কোথা থেকে খাবার এসেছিল ?
7. কে ভাববাণী করেছিলেন যে তাদের মধ্যে থেকে একজন মহান নেতা উৎপন্ন হবেন ?
8. সেই মহান নেতাকে কি উপাধি দেওয়া হয়েছিল ?
9. যীশু তাঁর শিষ্যদের কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ?
10. মরুভূমিতে কে তাদের খাদ্য যুগিয়েছিলেন ?

বালক	ঈশ্বর	আতিথ্য	যীশু	মন
মোশি	মশীহ	নিস্তারপর্ব্ব	ফিলিপ	দাস/সেবক

	গল্প থেকে প্রশ্ন	ব্যক্তিগত প্রশ্ন
2.	তাদের আর্থিক সমস্যা কি ছিল ?	আপনার আর্থিক সমস্যা কি ?
3.	তারা কিভাবে সমাধান করবে বলে ভেবেছিল ?	আপনি কিভাবে সমাধান করবেন বলে ভাবছেন ?
4.	তাদরে সমাধানে কি ভুল ছিল ?	আপনার সমাধানে ভুল কি আছে ?
5.	যীশুকে বিশ্বাস করার পথে তাদের কি বাধা ছিল ?	যীশুকে বিশ্বাস করার পথি আপনার কি বাধা ?
6.	যীশু যে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন সে বিষয়ে তাদের কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল ?	যীশু যে আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারেন তা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?
7.	যীশু তাদের কোন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন ?	যীশু আপনাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেছেন ?
8.	যীশু তাদের জন্য কোন আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ?	আপনার জন্য যীশু কি ভূমিকা নিয়েছেন ?
9.	"যীশু কে" এ বিষয়ে তারা কি শিখেছিল ?	"যীশু কে" এ সম্বন্ধে আপনি কি বিশ্বাস করেন ?
10	কোন বিষয়টি যীশু তাদের জন্য করতে পারেন বলে তারা বিশ্বাস করেছিল ?	কোন বিষয়টি যীশু আপনার জন্য করতে পারেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?